গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১৪৭.১১-১৭

তারিখঃ ২৭ পৌষ ১৪২৭ ব.
১১ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি.

বিষয়ঃ কনটেম্পট পিটিশন নং-৩৪৫/২০২০ (রিট পটিশন নং-৮১৪৬/২০১৬ হতে উদ্ভুত) মামলায় সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরণ সংক্রান্ত।

সূত্র:
(১) মাউশিঅ'র স্মারক নং- ১জি/৯২২-বিশেষ/০৮/৬৬৭২/৪, তারিখ: ০২/১২/২০১২ খ্রি.
(২) অধ্যক্ষ, চৌধুরী ফাতেহিয়া ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা স্মারক নং-চৌ.ফা.ফা.মা ০৩/১৩, তারিখ: ১৩/০১/২০১৩ খ্রি.
(৩) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১৪৭.১৯-৬৭৯, তারিখ: ১৯/১২/২০১৯খ্রি.
(৪) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১৪৭.১৯-৩০২, তারিখ: ০৭/১০/২০২০খ্রি.
(৫) ডিএমই'র স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০২.০৬৭.২০-২১৫, তারিখ: ৩০/১২/২০২০খ্রি.
(৬) ডিএমই'র স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০৫.০০৬.১৯-০৯, তারিখ: ১২/০১/২০২০খ্রি.
(৭) ডিএমই'র স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০৫.০০৬.১৯-২১৪, তারিখ: ৩০/১২/২০২০খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলাধীন চৌধুরাণী ফাতেহিয়া ফাজিল (ডিগ্রী) মাদরাসায় প্রভাষক (বাংলা) হিসেবে জনাব মো: শাহাদুল ইসলাম গত ১২/১২/২০১১ তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ১৩.১২.১১ তারিখে যোগদান করেন।

২। উক্ত শিক্ষক যোগদানের পরবর্তীতে এমপিওভুক্ত হওয়ার পর এমপিও চলমান থাকাবস্থায় বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মাও: খাদেমুল ইসলাম কর্তৃক প্রভাষক (বাংলা) জনাব মো: শাহাদুল ইসলাম এর নিয়োগ সঠিক নয় মর্মে ডিজি, মাউশি বরাবর অভিযোগ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে মাউশিঅ কর্তৃক বিষয়টি তদন্ত করার জন্য রংপুর কারমাইকেল কলেজ এর প্রফেসর জনাব মো: জহরুল হক-কে দায়িত্ব দিয়ে ০২/১২/১২ খ্রি. তারিখে সুত্রোক্ত (১) নং স্মারকমূলে পত্র প্রেরণ করা হয়।

৩। প্রফেসর জনাব মো: জহরুল হক কর্তৃক তদন্ত করে প্রভাষক (বাংলা) জনাব মো: শাহাদুল ইসলাম এর নিয়োগ সঠিক নয় মর্মে তার এমপিও বাতিলের সুপারিশ করা হয়। ফলে মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক গত নভেম্বর/১২ মাস হতে জনাব মো: শাহাদুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-২০৯৬৫১৪) এর এমপিও stop payment করা হয়।

৪। ইতোমধ্যে গত ১৩/১/১৩ খ্রি. তারিখে অধ্যক্ষ খাদেমুল ইসলাম কর্তৃক প্রভাষক (বাংলা) জনাব মো: শাহাদুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগ সূত্রোক্ত (২) নং স্মারকমূলে প্রত্যাহার করে নেন মর্মে দেখা যায়।

৫। অত:পর স্থগিতকৃত বেতন ভাতা (এমপিও) ছাড়করণের দাবী করে প্রভাষক (বাংলা) জনাব মো: শাহাদুল ইসলাম কর্তৃক সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, পীরগাছা, রংপুর এর মামলা নং- অন্য ১৫৭/১২ দায়ের করা হয়। অন্য ১৫৭/১২ নং মামলায় ডিজি, মাউশিঅ-কে ১৭ নং বিবাদী করা হয়। উক্ত মামলায় বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, পীরগাছা, রংপুর কর্তৃক গত ০৪/৮/১৪খ্রি. তারিখে নিম্নরুপ রায়/আদেশ প্রদান করা হয়-

" আদেশ হয় যে, এই মোকদ্দমা বিবাদী পক্ষের বিরুদ্ধে একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় ডিক্রী হলো। এতদ্বারা বাদীকে পীরগাছা থানার চৌধুরানী ফাতেহিয়া (ডিগ্রী) মাদ্রাসার বাংলা প্রভাষক পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় উক্ত পদ হতে কর্মচ্যুত হন নাই মর্মে ঘোষিত হল। এছাড়া বাদী বাংলা প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনে বেআইনী ভাবে বাধা সৃষ্টি করে বেআইনী প্রক্রিয়ায় বাদীর স্থলে নতুন করে উক্ত পদে প্রভাষক নিয়োগ করা এবং বাদীকে হাজিরা খাতায় সই করতে বাধাদান হতে বিরত থাকার নিমিত্তে ১-১৪ নং বিবাদীগণের প্রতি বাধ্যতামূলক আকারে নির্দেশসূচক নিষেধাজ্ঞার ডিক্রী প্রদান করা হল"।

৬। উক্ত মামলার রায়ের কপি এবং তৎকালীন গভর্ণিং বডির সিদ্ধান্তের কপিসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বারংবার মাউশি অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলেও তার স্থগিতকৃত বেতন ভাতা (এমপিও) ছাড় করা হয়নি।

৭। এর ফলে জনাব মো: শাহাদুল ইসলাম কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৮১৪৬/১৬ দায়ের করা হয়। উক্ত রিট মামলায় গত ২১/০৩/১৮ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের শেষাংশ নিম্নরুপ:

The respondents are directed to release the MPO in favour of the petitioner. The respondents are also directed to pay the arrear salary and other benefits to the petitioner in accordance with law. The respondents are further directed to ensure that our aforesaid directions are complied with, positively, within 30 (thirty) days from the date of receipt of our judgment and order.

৮। উক্ত রায়/আদেশে আলোকে এমপিও স্থগিতের তারিখ নভেম্বর/১২ হতে বেতন ভাতা (এমপিও) ছাড়করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১১/১১/২০১৯ তারিখে পিটিশনার কর্তৃক TMED এর সচিব মহোদয় বরাবর আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে রিট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সিপিএলএ দায়ের করা হয়েছে কিনা হয়ে থাকলে এর সিপিএলএ এর নম্বর ও হালনাগাদ তথ্যসহ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য গত ১৯/১২/১৯ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকমূলে ডিজি, ডিএমই বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

৯। পিটিশনার কর্তৃক গত ১১/১১/২০১৯ তারিখে দাখিলকৃত আবেদনের আলোকে প্রতিকার না পাওয়ায় {নভেম্বর/১২ হতে স্থগিতকৃত বেতন ভাতা (এমপিও) ছাড় না করায়} পিটিশনার এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক Contempt Notice প্রেরণ করা হয়। কনটেম্পট নোটিশের প্রেক্ষিতে রিট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সিপিএলএ দায়ের না হওয়ার কারণসহ আরো কতিপয় তথ্য জানানোর গত ০৭/১০/২০২০খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকমূলে পুনরায় ডিজি, ডিএমই বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

চলমান পাতা নং-০২

১০। অত:পর পিটিশনার কর্তৃক গত ১১/১১/২০১৯ তারিখে দাখিলকৃত আবেদনের আলোকে প্রতিকার না পাওয়ায় {নভেম্বর/১২ হতে স্থগিতকৃত বেতন ভাতা (এমপিও) ছাড় না করায়} এবং আপীলও দায়ের না হওয়ায় পিটিশনার কর্তৃক কনটেম্পট পিটিশন নং-৩৪৫/২০২০ (রিট পিটিশন নং-৮১৪৬/২০১৬ হতে উদ্ভুত) মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত কনটেম্পট মামলায় জনাব মো: আমিনুল ইসলাম খান, সচিব, টিএমইডি-কে ১নং এবং কে.এম রুহল আমিন, ডিজি, ডিএমই-কে ২ নং রেসপনডেন্ট কনটেম্পটনর করা হয়েছে।

১১। মহামান্য কনটেম্পট আদালত কর্তৃক গত ২২/১১/২০২০খ্রি. তারিখে শুনানী শেষে রিট পিটিশন নং-৮১৪৬/১৬ মামলার গত ২১.০৩.১৮ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশ প্রতিপালন না করায় কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সে মর্মে ০২/১২/২০২০খ্রি. তারিখ অথবা উক্ত তারিখের পূর্বে কারণ দর্শানোর জন্য রেসপনডেন্টট কনটেম্পটনরগণের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১২। অত:পর কনটেম্পট পিটিশন নং-৩৪৫/২০২০ (রিট পিটিশন নং-৮১৪৬/২০১৬ হতে উদ্ভুত) মামলায় সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরণের নিমিত্ত সচিব মহোদয় কর্তৃক ওকালতনামায় স্বাক্ষরকরণের নিমিত্ত সূত্রোক্ত (৫) নং স্মারকমূলে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

১৩। আইন শাখায় (বিএমইবি এবং বিটিইবি এর আইন সংশোধনক্রমে অধ্যাদেশ জারি সংক্রান্ত) জরুরি কাজ থাকায় ডিএমই কর্তৃক প্রেরিত উক্ত পত্রটি উপস্থাপনে বিলম্ব হওয়ার আশংকায় জরুরি বিবেচনায় কনটেম্পট পিটিশন নং-৩৪৫/২০২০ (রিট পিটিশন নং-৮১৪৬/২০১৬ হতে উদ্ভুত) মামলায় সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরণের নিমিত্ত ডিএমই কর্তৃক প্রেরিত ওকালতনামা হাতে হাতে সচিব মহোদয় কর্তৃক স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক ডিএমইতে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৪। উল্লেখ্য- রিট পিটিশন নং-৮১৪৬/১৬ মামলার গত ২১/০৩/১৮ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করার জন্য ডিএমই কর্তৃক ১২/১/২০২০ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৬) নং স্মারকমূলে ডিএমই'র বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবী-কে নির্দেশন প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু তৎকর্তৃক যথাসময়ে আপীল দায়ের না করায় কনটেম্পট পিটিশন নং-৩৪৫/২০২০ (রিট পিটিশন নং-৮১৪৬/২০১৬ হতে উদ্ভুত) মামলার উদ্ভব হয়েছে মর্মে ডিএমই'র পত্রে উল্লেখ রয়েছে। ফলে ডিএমই কর্তৃক ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৭) নং স্মারকমূলে বিজ্ঞ আইনজীবীকে কারণ জানানোর জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়।

১৫। আরো উল্লেখ্য- The Supreme court of Bangladesh (Appellate Division) Rules 1998 এর Order xiii অনুযায়ী আপীল দায়েরের মেয়াদ ৬০ দিন। কিন্তু রিট পিটিশন নং- ৮১৪৬/২০১৬ মামলায় গত ২১/০৩/১৮ খ্রি. তারিখে Rule Absolute করে রায় ঘোষণা করা হলেও তামাদির মেয়াদ বিবেচনাপূর্বক আপীল দায়েরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া এখনো আপীল দায়ের করা হয়েছে কিনা সে বিষয়টিও স্পষ্ট নয় কারণ গত ৩০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে ডিএমই'র বিজ্ঞ আইনজীবী-কে (এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য) পত্র প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়।

১৬। এক্ষণে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে-

(ক) কনটেম্পট পিটিশন নং-৩৪৫/২০২০ (রিট পিটিশন নং-৮১৪৬/২০১৬ হতে উদ্ভুত) মামলার জবাব দাখিল করা এবং কনটেম্পট আদালতের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষাক্রমে টিএমইডিকে অবহিত করা;

(খ) রিট পিটিশন নং-৮১৪৬/২০১৬ মামলার গত ২১/০৩/১৮ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে সিপিএলএ দায়ের করা হয়ে থাকলে - এর নম্বরসহ হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ করা;

(গ) সিপিএলএ দায়ের করা না হয়ে থাকলে এর কারণ কি? এবং এর জন্য দায়ী কে তা চিহ্নিতক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণসহ সিপিএলএ দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঘ) সিপিএলএ দায়ের না করা হলে বর্তমানে এ বিষয়ে করণীয় কি সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান;

১৭। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং-১৬ তে উল্লিখিত নির্দেশনা মতে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তথ্যাদি (প্রমাণকসহ) আগামি ২৫/০১/২০২১খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডি-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়-কে অনুরোধ করা হল।

(মাহমুদুর রহমান)
উপসচিব (অডিট ও আইন)
ফোন: ৪১০৫০১৫৭

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গার্লস গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা)
নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।